ব্রাডম্যানের ঘাড়ে সাঙ্গাকারার নিঃশ্বাস

[illegible]শেষ টেস্টে পাকিস্তানের বিপক্ষে ক্যারিয়ারের দশম ডাবল সেঞ্চুরি [illegible] কুমার সাঙ্গাকারা

[illegible]৩০ সালে লর্ডসের মাঠে ক্যারিয়ারের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি পেয়ে ডন ব্রাডম্যান

ঐতিহ্য আর মর্যাদার মাপকাঠিতে ক্রিকেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরম্যাট হচ্ছে টেস্ট ক্রিকেট। আর টেস্ট ক্রিকেটের সবচেয়ে মর্যাদার মাইলফলকগুলোর অন্যতম ডাবল সেঞ্চুরি। এই মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে বসে আছেন সর্বকালের ক্রিকেট আইকন স্যার ডন ব্রাডম্যান। ক্যারিয়ারে ১২টি দ্বিশতক হাঁকিয়েছেন তিনি। এখনো এ রেকর্ড অক্ষুণ্ণ। তবে ৬৬ বছর পর তার ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছেন লঙ্কান ক্রিকেটপ্রতিভা কুমার সাঙ্গাকারা। এ কৃতিত্বের পাঁচ দিকপালকে নিয়ে এবারের আয়োজন।

লিখেছেন **আহমেদ বায়েজীদ**

ডন ব্রাডম্যান : ক্রিকেট ইতিহাসে সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যান বলা হয় অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট কিংবদন্তি স্যার ডন ব্রাডম্যানকে। ক্রিকেটের আরো অনেক রেকর্ডের মতো ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ডটিও এখন পর্যন্ত তার দখলে। অবসর গ্রহণের ৬৬ বছর পরও তার এ রেকর্ড অম্লান। ১৯২৮ সালের নভেম্বরে ব্রিসবেনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলতে নামেন ডন ব্রাডম্যান। আর নিজের ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ টেস্টেই প্রথম ডাবল সেঞ্চুরির মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি। ক্রিকেটের তীর্থস্থান লর্ডস ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ছিল সেটি। দিনটি ছিল ১৯৩০ সালের ২৭ জুন। ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ৮৬১ মিনিট ক্রিজে থেকে ২৫৪ রানের একটি ঝলমলে ইনিংস আসে তার ব্যাট থেকে। জ্যাক হোয়াইটের বলে চাপম্যানের হাতে ক্যাচ দেয়ার আগে খেলেন ৩৭৬টি বল। সেটি ছিল টেস্ট ইতিহাসের ১৫তম এবং লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডের দ্বিতীয় ডাবল সেঞ্চুরি। ব্রাডম্যানের উইলোতে ভর করেই সেই ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ৭২৯ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। ম্যাচে জয় পায় ৭ উইকেটে। এরপর একই সিরিজে উপর্যুপরি আরো একটি ৩৩৪ (লিডস) এবং ২৩২ (ওভাল) রানের ইনিংস খেলে গড়েন এক সিরিজে সর্বোচ্চ ৯৭৪ রানের রেকর্ড। একটি সিরিজে একজন ব্যাটসম্যানের তিনটি ডাবল সেঞ্চুরি বা তদূর্ধ্ব রানের ইনিংসও আর কারো নেই। ডনের রান তোলার এই ধারা এরপর শুধু চলতেই থাকে। একে একে ১২টি ডাবল সেঞ্চুরির ইনিংস খেলেন পুরো ক্যারিয়ারে। ১২টির মধ্যে ৮টিই করেন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, ২টি দক্ষিণ আফ্রিকা (২২৬, ২৯৯*) এবং একটি করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ (২২৩) ও ভারতের (২০১) বিপক্ষে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তার অন্য ডাবল সেঞ্চুরির ইনিংসগুলো হলো– ৩০৪, ২১২ (হেডিংলি), ২৪৪ (ওভাল), ২৭০ (মেলবোর্ন) ও ২৩৪ (সিডনি)।

মেলবোর্নে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৭০ রানের ইনিংসটিকে ২০০১ সালে উইজডেন ক্রিকেট অ্যালামনাক সর্বকালের সেরা টেস্ট ইনিংস হিসেবে ঘোষণা করে। উল্লেখ্য, ওই ম্যাচে ব্রাডম্যান ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত শরীর নিয়ে খেলতে নেমেছিলেন। ব্রাডম্যান প্রতিপক্ষের বোলারদের কাছে কতখানি আতঙ্কের নাম ছিলেন তা বোঝা যায় জন ফিঙ্গলটনের একটি মন্তব্য থেকে। এক টেস্ট ম্যাচের সময় তিনি ব্রাডম্যানকে আউট করতে না পেরে রসিকতা করে বলেছিলেন, 'যে কোনো বল, এমনকি ওয়াইড বল ফস্কালেও ডনকে আউট দিতে হবে।'

পুরো ক্যারিয়ারে মোট ৫২টি টেস্ট খেলে ৯৯ দশমিক ৯৪ গড়ে ২৯টি সেঞ্চুরিসহ ৬,৯৯৬ রান করেন তিনি। তবে জীবনের শেষ টেস্টে শূন্য রানে আউট হন ব্রাডম্যান, যেখানে মাত্র ৪ রান করলেই টেস্ট ক্রিকেটে তার গড় হতো একশ। তার যেসব রেকর্ড আজো কেউ ছুঁতে পারেনি তা হচ্ছে– টেস্টে ব্যাটিং গড় (৯৯.৯৪), ডাবল সেঞ্চুরি (১২টি), পরপর ৬টি সেঞ্চুরি এবং একই সিরিজে সর্বোচ্চ ৯৭৪ রান।

কুমার সাঙ্গাকারা : তার সম্পর্কে বলা হয় বাইশ গজের একজন 'ঠাণ্ডা মাথার খুনি'। প্রতিপক্ষের ওপর রানের পাহাড় চাপিয়ে দেয়ার পাশাপাশি কুমার সাঙ্গাকারা সমৃদ্ধ করেছেন নিজের ব্যাটিং ক্যারিয়ার, একে একে টপকে গেছেন একেকজন করে ডাবল সেঞ্চুরিয়ানকে। টেস্ট ক্রিকেটে ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ডে সাঙ্গাকারার সামনে এখন কেবল একজনই, ডন ব্রাডম্যান। পাকিস্তানের বিপক্ষে সদ্য শেষ

হওয়া হোম সিরিজে গল টেস্টের চতুর্থ দিনে (৯ আগস্ট) দশম ডাবল সেঞ্চুরি পূর্ণ করে (২২১) আরেক কিংবদন্তি ব্রায়ান লারাকে টপকে যান তিনি। একই সঙ্গে টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিয়েও এক নম্বরে চলে আসেন। যে গতিতে ছুটছেন তাতে ব্রাডম্যানকে টপকে সর্বোচ্চ ডাবল সেঞ্চুরির মালিক হতে হয়তো বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না তাকে। ২০০০ সালের জুলাইয়ে গলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক সাঙ্গাকারার। ২০০২ সালে লাহোরে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি (২৩০) আসে তার ব্যাট থেকে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বিপক্ষে তিনটি করে ডাবল সেঞ্চুরি রয়েছে সাঙ্গাকারার। এর মধ্যে বাংলাদেশের বিপক্ষে চলতি বছর ফেব্রুয়ারিতে চট্টগ্রামে করা ৩১৯ তার ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ রানের ইনিংস। অন্য দুটি হলো ২০০৭ সালের হোম সিরিজে কলম্বো ও ক্যান্ডিতে ব্যাক টু ব্যাক ২০০* ও ২২২* রানের দুটি হীরকোজ্জ্বল ইনিংস। পাকিস্তানের বিপক্ষে তার আরেকটি ডাবল সেঞ্চুরির ইনিংস হলো ২০১১ সালে আবুধাবিতে (২১১)। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুটি (২৩২, ২৮৭) এবং ভারতের বিপক্ষে (২১৯) ও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে (২৭০) একটি করে ডাবল সেঞ্চুরি আছে তার। ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত ১২৭ টেস্টে ৫৮ দশমিক ৯৪ গড়ে ১১,৯০৭ রান করে টেস্ট ক্রিকেটের পঞ্চম সর্বোচ্চ রানের মালিক কুমার সাঙ্গাকারা।

ব্রায়ান লারা : ডাবল সেঞ্চুরির পরিসংখ্যানে কুমার সাঙ্গাকারার পরেই

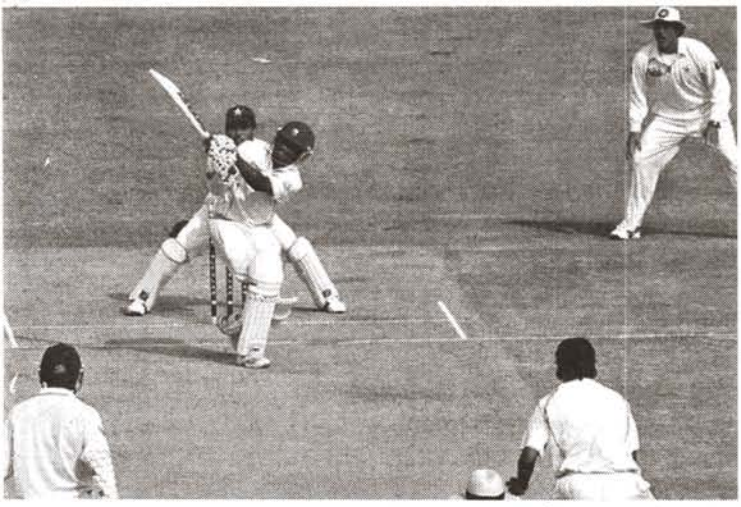

নিজস্ব অনবদ্য ব্যাটিং ঢঙে ব্রায়ান লারা

আছেন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা। তার সম্পর্কে একটি কথা প্রচলিত আছে, পরিসংখ্যান দিয়ে ব্রায়ান চার্লস লারাকে মাপতে গেলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই

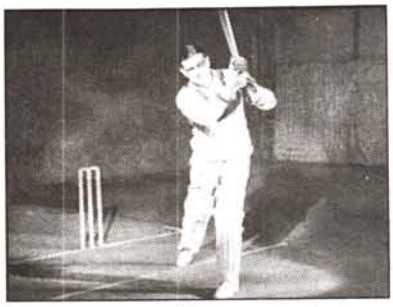

ওয়ালি হ্যামন্ড

ভুলের খেসারত গুনতে হবে। তাকে বুঝতে হলে তার খেলা দেখতে হবে মাঠে অথবা টিভির সামনে বসে। দৃষ্টিনন্দন ব্যাটিংশৈলীতে যেন জাদুকরকেও হার মানাত এই ত্রিনিদাদ রাজকুমার। ১৯৯৩ সালে সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ক্যারিয়ারের পঞ্চম টেস্টে পাওয়া প্রথম সেঞ্চুরিকেই ডাবল সেঞ্চুরিতে রূপ দেন। তার ঠিক পরের বছর ইংল্যান্ডের মাটিতে খেলেন ৩৭৫ রানের সেই মহাকাব্যিক ইনিংস। যেটি দীর্ঘদিন টেস্ট ক্রিকেটে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ছিল। ২০০৩ সালে ম্যাথু হেইডেন সেই রেকর্ড ভাঙলেও মাত্র ছয় মাসের মাথায় আবারও সেই গৌরব নিজের করে নেন এই মহাতারকা। অ্যান্টিগুয়ায় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলেন অপরাজিত ৪০০ রানের টেস্ট ইতিহাসের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ইনিংস, যে রেকর্ড এখনো অক্ষুণ্ন। সব মিলে ১৩১ টেস্টে করা ৩৪ সেঞ্চুরির ৯টিকেই তিনি দুইশ বা তার ওপরে নিয়ে গেছেন। ব্রায়ান লারার অন্য ডাবল সেঞ্চুরিগুলোর মধ্যে দুটি শ্রীলঙ্কার (২২১, ২০৯), দুটি অস্ট্রেলিয়ার (২১৩, ২২৬), একটি করে দক্ষিণ আফ্রিকা (২০২) ও পাকিস্তানের (২১৬) বিপক্ষে। প্রথম সেঞ্চুরির মতো ক্যারিয়ারের শেষ সেঞ্চুরিটিকেও দুইশর কোটা পার করান তিনি। এছাড়া ১৫০-এর ওপরে ১০টি ইনিংস রয়েছে লারার। ক্যারিয়ারে ৫২ দশমিক ৮৮ গড়ে সর্বমোট ১১,৯৫৩ রান করে টেস্ট ইতিহাসে ষষ্ঠ সর্বোচ্চ রানের মালিক তিনি।

ওয়ালি হ্যামন্ড : উইজডেন ক্রিকেট অ্যালামনাকের বিচারে টেস্ট ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা চার ব্যাটসম্যানের একজন

মাহেলা জয়াবর্ধনে

ওয়ালি হ্যামন্ড। টেস্ট ক্রিকেটে সাতটি ডাবল সেঞ্চুরির মালিক এই ডানহাতি মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান। ১৯২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জোহানেসবার্গে টেস্ট অভিষেক তার। অভিষেকের পরের বছরই সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে করেন নিজের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি (২৫১)। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আরো তিনটি (২০০, ২৩১, ২৪০), নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি (২২৭, ৩৩৬*) এবং ভারতের বিপক্ষে একটি ডাবল সেঞ্চুরির (২১৭) ইনিংস খেলেন। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে করা ৩৩৬* রানের ইনিংসটি তার ক্যারিয়ারসেরা।

মাহেলা জয়াবর্ধনে : এই লেখা পাঠকের হাতে পৌঁছানোর একদিন আগেই সাদা পোশাকে শেষবারের মতো মাঠে নেমেছেন শ্রীলঙ্কান ব্যাটিং স্তম্ভ মাহেলা জয়াবর্ধনে। আগের ঘোষণা অনুযায়ী পাকিস্তানের সঙ্গে সদ্যসমাপ্ত সিরিজের কলম্বো টেস্টই ছিল তার ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট। ১৯৯৭ সালের আগস্টে ভারতের বিপক্ষে কলম্বোতে টেস্ট অভিষেক হয় জয়াবর্ধনের। সতেরো বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে সাতটি ডাবল সেঞ্চুরি করে জায়গা করে নিয়েছেন টেস্ট ইতিহাসের সর্বোচ্চ ডাবল সেঞ্চুরিয়ানের সংক্ষিপ্ত তালিকায়। ১৪৯ টেস্টে ৫০ গড়ে করেছেন প্রায় ১২ হাজার রান। ৩৪টি সেঞ্চুরির মধ্যে একটি ট্রিপল সেঞ্চুরিসহ সাতবার দুইশর ওপরে রান করেছেন। ক্যারিয়ারের সপ্তম টেস্টে কলম্বোতে ভারতের বিপক্ষে ২৪২ রানের একটি ঝলমলে ইনিংস খেলে প্রথম দ্বিশতকের দেখা পান জয়াবর্ধনে। ক্যারিয়ারসেরা ৩৭৪ রানের ইনিংসটিও খেলেন নিজের প্রিয় কলম্বোর মাঠেই ২০০৬ সালে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। গলে আরো একটি ডাবল সেঞ্চুরি (২৩৭) আছে তার একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে, ২০০৪ সালে। এছাড়া ভারতের বিপক্ষেও আরেকটি ডাবল সেঞ্চুরি আছে ভারতেরই মাটিতে (২৭৫, আহমেদাবাদ)। পাকিস্তান (২৪০), ইংল্যান্ড (২১৩*) ও বাংলাদেশের (২০৩*) বিপক্ষে একবার করে দুইশ রানের কোটা স্পর্শ করেন তিনি। ■